বঙ্গবন্ধু'কে নিয়ে কবিতা, গল্প, আর সিনেমা; আর আমার সহপাঠিনী বেবী সেরনিয়াবাত

সম্প্রতি সিডনিতে ১৫ আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষ্যে এক শোক সভায় যোগদান করেছিলাম। সেখানে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের এক প্রাক্তন গৃহশিক্ষিকা শেখ রাসেল সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করছিলেন. ভদ্রমহিলা শেখ রাসেল সম্পর্কে বলতে গিয়ে ধীরে ধীরে উনার গল্পের পরিধি বাড়াতে লাগলেন. একপর্যায়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'বেগম মুজিব উনাকে ফোনে খুব অনুনয়-বিনয় করে বলছিলেন এক ঘন্টা, না হলে ৩০ মিনিট' আর তা সম্ভব না হলে অন্তত যেন কমপক্ষে ১৫ মিনিটের জন্য হলেও যেন উনি রাসেলকে শিক্ষাদান করেন! আমি একটু অবাক হলাম কারন সেই সময় বঙ্গবন্ধুর ছোট ছেলেকে শিক্ষাদানের জন্য ঢাকা শহরে অন্তত কয়েক হাজার ভালো এবং একই সাথে আগ্রহী শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র পাওয়া যেত! তাই আমার কাছে উনার এই বক্তব্য হাস্যকর মনে হয়েছিল।

এক পর্যায়ে বললেন, কোন একদিন বঙ্গবন্ধুর মেজ পুত্র লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল উনার হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন, 'আপা, আপনার আমাকে পড়াতেই হবে. আমি বিএ পাস না করলে সেনাবাহিনীতে আমার প্রমোশন হবে না'. ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং বিশ্ববিখ্যাত স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারী একাডেমির গ্রাজুয়েট লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল' উনার সবচেয়ে ছোট ভাই, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলের চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র শেখ রাসেলের গৃহ শিক্ষিকার কাছে এই ধরনের অনুরোধ করতে পারেন তা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য তা পাঠকের বিচার বুদ্ধির উপর আমি ছেড়ে দিলাম. এখানে ভদ্রমহিলা শুধু উপস্থিত শ্রোতাদের বুদ্ধি-বিবেচনা'কেই অপমান করেন নাই, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল এর যোগ্যতা আর বুদ্ধিরও অপমান করার ব্যার্থ চেষ্টা করেছেন।

তারপর ভদ্রমহিলা বললেন, ' রাসেলকে শিক্ষাদানের পর রাতে উনি যখন রাতে বাসায় ফিরে যেতেন' তখন বেগম মুজিব মাঝে-মধ্যে নাকি গাড়িতে করে উনার সাথে যেতেন'! আমরা সবাই জানি বা অনুমান করতে পারি' সেই দিনগুলিতে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম মুজিব কতটা ব্যস্ত ছিলেন! শেখ ফজলুল হক মনি তোফায়েল আহমদ প্রমুখরা উনার সাথে গিয়ে সুযোগ পেলেই কথা বলতেন, শলা-পরামর্শ করতেন. সারাদিন কাজ শেষে বঙ্গবন্ধু যখন বাড়িতে ফিরতেন, তখন বেগম মুজিব সব কাজ ফেলে দিয়ে শেখ রাসেলের গৃহশিক্ষিকা কে রাত্রে সাড়ে এগারোটার সময় তার বাসায় পৌঁছে দিতেন এটা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য আপনি চিন্তা করে দেখুন. আমি ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলে শেখ রাসেলকে অনেক দেখেছি স্কুলের উচু ক্লাসের ছাত্র হিসাবে। আমি এক দিনের জন্যও বেগম মুজিবকে স্কুলে আসতে দেখিনি, কারন উনি প্রচন্ড ব্যাস্ত থাকতেন সংসার এবং সময় পেলে দলের কর্মীদের কথা শুনতেন। বংগবন্ধুর জন্য প্রতিদিন দুপুরের খাওয়া নিজ হাতে তৈরী করে টিফিন ক্যারিয়ারে বঙ্গভবনে যে পাঠাতেন, তা বংগভবনে কর্মরত অনেকের বর্ননাতেই পাওয়া যায়।

এই উদাহরণগুলি দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখন বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবার নিয়ে বিভিন্ন মানুষ সুযোগ পেলেই বা সুযোগ তৈরি করে গল্প ফাঁদিয়ে বসেন' যে, দেখাতে ওনারা বঙ্গবন্ধু পরিবারের কত ঘনিষ্ঠ ছিলেন. এই ধরনের বানানো গল্প প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের ভালোর চেয়ে ক্ষতিই করবে বেশি তা বলাই বাহুল্য.

সত্যজিত রায়'কে বংগবন্ধুর উপর চলচিত্র নির্মানের জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমার বংগবন্ধুর উপর চলচিত্র নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান নেই।'

তাই তাড়াহুড়া করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য অথবা নাম কামানোর জন্য বংগবন্ধুর উপর চলচিত্র নির্মানের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। বঙ্গবন্ধু বা তার জীবনী নিয়ে যেকোনো ধরনের সিনেমা তৈরির আগে অবশ্যই সেই পান্ডুলিপি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

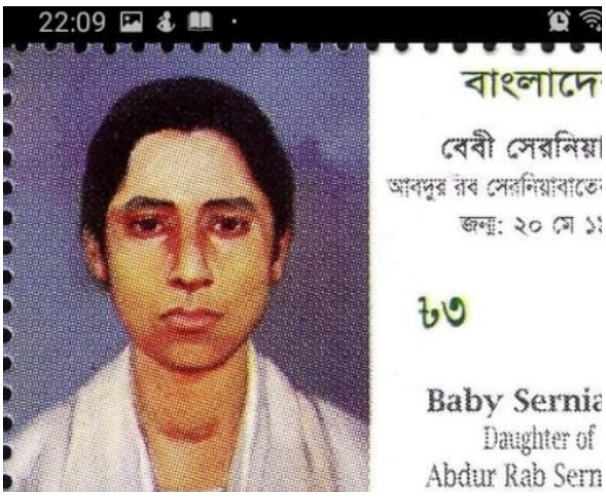

১৫ আগস্ট এর শহীদ বেবী সেরনিয়াবাত হাজার ১৯৭৫ সালের ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে নবম শ্রেণীতে আমার সহপাঠী ছিলেন. অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছিল যে বেবী সেরনিয়াবাত এর উপর কিছু লিখতে. আমি বেবী সেরনিয়াবাত কে খুব অল্প কয়েক দিন দেখেছিলাম ক্লাসে। তাই তার উপর লেখার মত আমার কোনো উল্লেখযোগ্য স্মৃতি নাই, সে ক্লাসের আর আট-দশটা মেয়ের মতোই সাধারণ একটা জন ছাত্রী ছিল এটাই সত্য, আর এটাই সুন্দর. শুধুমাত্র মানুষের বাহবা পাওয়ার জন্য বেবি সেরনিয়াবাত সম্পর্কে বানিয়ে গল্প বলার মানসিকতা আমার কখনোই ছিলনা আর হবেও না.

নাজমুল আহসান শেখ, victory1971@gmail.com